বাজেট ব্যবহৃত অনুপাতসমূহ

মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা (Return on total assets):

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{সুদ ও করপূর্ব নীট মুনাফা}}{\text{মোট সম্পদ}}$$

মোট সম্পদের আয়, ঋণের সুদ এবং মূলধনের উপর লভ্যাংশ প্রদানের পূর্বে হিসাব করতে হয়। যেহেতু নীট মুনাফা সুদ উত্তর হিসাব করা হয়। এ অনুপাত হিসাব করতে নীট মুনাফার সাথে সুদ ব্যয় যোগ করতে হয়। অর্থাৎ পরিচালনালব্ধ মুনাফার সাথে (পরিচালনা ব্যয় উদ্বৃত্ত) পরিচালনা বহির্ভূত আয় যোগ করে হিসাব করতে হবে।

মোট সম্পদ, নীট সম্পদ (অবচয় বাদে) ও চলতি সম্পদের যোগফল। তবে কোন অলীক (Fictitious) সম্পদ যেমন পুঞ্জিভূত লোকসান থাকলে তা বাদ দিতে হবে। যদিও পরিচালনা বহির্ভূত আয় ও পরিচালনা বহির্ভূত সম্পদ প্রতিষ্ঠানের মূল্যযোগের অংশ নয় কিন্তু এদের পর্যাপ্ত আয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিধায় পরিচালনা বহির্ভূত আয় পরিচালনালব্ধ আয়ের সথে যোগ করে সার্বিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা হিসাব করতে হবে।

২। ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার:

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{লভ্যাংশ}}{\text{ইকুইটি (মূলধন ও সঞ্চিতি)}}$$

লভ্যাংশের হার সাধারণ ঋণের বর্তমান ব্যয়ের সাথে তুলনা করতে হবে।

৩। নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত:

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ-আয়কর-পূর্ববতী বছরের সমন্বয়-সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ}}{\text{বিনিয়োগ - বিক্রীত স্থায়ী সম্পদ+চলতি মূলধন বৃদ্ধি}}$$

এ অনুপাত কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পদ হতে স্থায়ী ও চলতি মূলধন বৃদ্ধির পরিমাপক।

এ অনুপাত সকল বাহ্যিক প্রবাহ, নতুন মূলধন বাবদ প্রাপ্তি ও পরিশোধিতিরিক্ত ঋণ প্রাপ্তি ব্যতীত সকল নগদ প্রবাহের সমন্বয়ে গঠিত।

নিজস্ব তহবিল যোগান অনুপাত+বাহ্যিক তহবিল যোগান অনুপাত=১.০০। নিজস্ব তহবিল যোগান অনুপাত বিবিধ কারণে বছরে উঠানামা করতে পারে। তম্মধ্যে বিভিন্ন বছরে বিনিয়োগের পরিমাণের তারতম্যই প্রধান।

৪। ঋণ মূলধন অনুপাত (Debt Equity Ratio):

এ অনুপাত সংস্থার ঋণ ও মূলধন তহবিলের কাঠামো দ্বারা সৃষ্ট নগদ প্রবাহ, নীট মুনাফা ও লভ্যাংশের স্থিরতা প্রকাশ করে। মূলধনের দৃষ্টিকোণ হতে যা কোন কর্পোরেশন গোটানোর (Liquidation) ক্ষেত্রে মোট সম্পদ দ্বারা মেটানো ঝুঁকির পরিমাণ। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায় যেখানে ইকুইটি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এবং ঋণের অধিকাংশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেখানে ঋণ মূলধন অনুপাত সংস্থার অস্থিরতা এবং তৎসংগে সরকারের উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। যদিও দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই তা পৃথকভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ব্যতীত অন্য সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আদর্শ মূলধন অনুপাত ৬০ : ৪০। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ৪০ : ৬০।

৫। চলতি অনুপাত (Current Ratio):

এ অনুপাত সংস্থার লিকুইডিটির অবস্থা অর্থাৎ অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ ব্যতীত চলতি বিলসমূহ পরিশোধের সামর্থ বুঝায়।

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$$

প্রচলন অনুযায়ী ১.৫-এর নিম্নের এই অনুপাত সংকটময় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বুঝায়।

৬। ত্বরিত সম্পদ অনুপাত (Quick Assets Ratio):

মজুদ সম্পদের মূল্য সন্দেহজনক ও সহজে আদায়যোগ্য নয় বিধায় মজুদ বাদে এ অনুপাত হিসাব করা হয়। প্রথানুযায়ী ১.০-এর নিম্নের এই অনুপাত আশংকাজনক।

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{মজুদ ব্যতীত অন্যান্য চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$$

৭। মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা (Turnover of total Assets):

এ অনুপাত কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন তথা রাজস্ব আয়ে সম্পদ ব্যবহারের নিবিড়তার পরিচায়ক।

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{পরিচালনালব্ধ রাজস্ব}}{\text{মোট সম্পদ}}$$

এ অনুপাত পুনরায় ক্ষমতার ব্যবহার (স্থায়ী সম্পদসমূহের ব্যবহারের নিবিড়তা) ক্ষমতা ব্যবহারের (স্থায়ী সম্পদ ব্যবহারের রাজস্ব আয়) ও চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়।

এক কর্পোরেশন হতে অন্য কর্পোরেশনে মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতার তারতম্য হয়। সার্ভিস সেক্টরে এ অনুপাত ০.১০ হইতে ০.৮০, উৎপাদন সেক্টর ০.৫০ হইতে ১.৩০ ও বাণিজ্য সেক্টরে ১.৫০ হইতে ২.০০ স্বাভাবিক।

৮। চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা (Turnover of Working capital):

চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা সংস্থার মজুদ, দেনাদার এবং অন্যান্য চলতি সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি। সাধারণতঃ এর (চলতি দায় উদ্বৃত্ত চলতি সম্পদের) পরিমাণ পরিচালন রাজস্বের তুলনায় যতদূর সম্ভব কম রাখা হয়।

৯। কাঁচামালের মজুদ (Raw materials stock):

কাঁচামালের মজুদ বার্ষিক উৎপাদনের সথে তুলনা করা হয়।

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{বছর শেষে কাঁচামালের মজুদ}}{\text{কাঁচামালের বার্ষিক চাহিদার মূল্য}} \times ৩৬৫$$

স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কাঁচামাল এক মাসের উৎপাদনের চাহিদার অধিক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহণ ও আমদানিজনিত বিলম্বের কারণে আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে অধিক মজুদ যুক্তিসংগত।

১০। উৎপাদিত পণ্যের মজুদ (Finished goods stock):

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{সমাপনী পণ্য মজুদ}}{\text{মোট পণ্য উৎপাদন ব্যয় (COGs)}} \times ৩৬৫$$

উৎপাদিত পণ্যের মজুদ মাল সংস্থার উৎপাদিত পণ্যের মোট ব্যয়ের সহিত তুলনা করা উচিৎ।

১১। জনশক্তির প্রবৃদ্ধি:

জনশক্তির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বাবদ মোট ব্যয় বৃদ্ধির হার।

১২। একক প্রতি ব্যয় ও মুনাফা:

$$\text{টনপ্রতি উৎপাদন ব্যয়} = \frac{\text{উৎপাদন ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন টন}}$$

$$\text{বিক্রীত পণ্যের টনপ্রতি ব্যয়} = \frac{\text{উৎপাদন ব্যয়} + \text{মজুদবৃদ্ধি/হ্রাস} + \text{বিক্রয় প্রশাসনিক ও গবেষণা ব্যয়}}{\text{বিক্রীত টন}}$$

$$\text{টনপ্রতি মুনাফা} = \frac{\text{পরিচালনালব্ধ মুনাফা}}{\text{বিক্রীত টন}}$$

- : সমাপ্ত : -